প্রাক্‌-কথন

'আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভটির প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা আবশ্যক। বিদ্যালয় শিক্ষার স্তর থেকেই আমার বিদ্যালয় ও স্থানীয় পাঠাগার থেকে সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাই। তাঁর রচনায় সংসার জীবনের বিশেষ করে মা-কাকিমা, পরিচিতদের মধ্যে কেমন যেন একটা সাজুয্য খুঁজে পেতাম। আর সেই থেকেই তাঁর লেখার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ বোধ করি। পরবর্তীকালে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সময় তাঁর রচনা পাঠের আরো সুযোগ পাই এবং মুগ্ধচিত্তে তা গ্রহণ করি। এই মুগ্ধতাবোধ থেকেই আশাপূর্ণা দেবীর রচনারাজির ওপর গবেষণার জন্য আকর্ষণ তৈরি হয়। অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হবার পর সুপ্ত বাসনা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের ছোট্ট পরিসরে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে যেহেতু আরও বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করা যায়। তাই তাঁর ছোটগল্পের ওপর গবেষণা করার জন্য মনস্থির করি। এরপর আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সান্নিধ্যে আসি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আরব্ধ কর্মে বৃত হই। প্রতিনিয়ত তাঁর মূল্যবান সুপরামর্শ এবং প্রচুর সহায়তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

অধ্যাপনা, সংসারজীবন ও একমাত্র ছোট্ট শিশুকন্যার লালন পালন করে গবেষণার কাজ আমার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কখনও মনে হত যে, আমার পক্ষে আর একাজ হয়ত সম্ভব নয়। তখন আমার পরিবারের সকলে বিশেষতঃ আমার মা-বাবা এবং আমার তত্ত্বাবধায়িকা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ জুগিয়েছেন তা বলার ভাষা আমার নেই। এজন্য তাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়া অনেক জ্ঞানী, গুণীজনের সুপরামর্শও আমাকে উপকৃত করেছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকেও নানাভাবে নানাসূত্রে সহযোগিতা পেয়েছি। যেমন —

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, তুফানগঞ্জ রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ লাইব্রেরী, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরী, কোচবিহারের অন্তর্গত পেষ্টারঝাড় উচ্চবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, পেষ্টারঝাড় উদয়ন পাঠাগার এবং খাগড়াবাড়ি সিদ্ধেশ্বর পাঠাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ কার্যে আমাকে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী রাখী দাস, এস. ডি. ইম্প্রেশন, পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়া, কোচবিহার। তাঁকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

কোচবিহার
১৫ অগস্ট, ২০০৮

শুচিস্মিতা দেবনাথ